কালের কণ্ঠ
তারিখ 30 AUG 2017 পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

ডা. আশীষ কুমার চক্রবর্তী

মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষা

১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে এসএসসি ও এইচএসসির উভয় জিপিএ ৯ যোগ করে মোট ফলের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রস্তুত হয়। সেখান থেকে শীর্ষ নম্বরের সিরিয়াল ধরে প্রথমে সরকারি মেডিক্যালের ফল প্রকাশিত হয় এবং এর পরবর্তী নম্বর থেকে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ক্রমানুসারে বাকি আসনের ফল ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ একই প্রশ্নপত্রে সারা দেশে একযোগে মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়

জীবনের লক্ষ্য কী হবে এসব নিয়ে আমরা ছেলেবেলায় রচনা লিখতাম। বুঝে হোক, না বুঝে হোক তখন কমবেশি সবাই লিখত, 'ভবিষ্যতে আমি একজন চিকিৎসক হতে চাই।' অর্থাৎ মানুষের সেবা করার এক সুপ্ত বাসনা সবার মধ্যে কাজ করত। স্কুলে পড়াকালে এক সহপাঠী লিখেছিল, বড় হয়ে আমি প্রকৌশলী হতে চাই। কিন্তু পরীক্ষা শেষ করে যখন সবাই বের হলো তখন আরেক সহপাঠী তাকে বলল, 'তুই তো রচনা ভুল দিয়েছিস! তুই লিখেছিস প্রকৌশলী, আসলে এটা হবে ডাক্তার।' অর্থাৎ যেটা বোঝাতে চাচ্ছি তা হলো, জীবনের শুরু থেকেই প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী চিকিৎসক বা ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নে বিভোর থাকে। মা-বাবারাও সন্তানকে একজন আদর্শ চিকিৎসক বানানোর স্বপ্ন দেখে। সমাজে চিকিৎসকের অন্য রকম একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে, পাত্র হিসেবেও ডাক্তারদের এখনো বেশ কদর রয়েছে। এই যে ডাক্তার হওয়ার এত অভিলাষ, এই পথটি কিন্তু এত মসৃণ নয়। সব পরীক্ষায় ভালো ফলের ভিত্তিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেই একজন ছাত্র বা ছাত্রী মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে সাধারণ জনগণের বিভ্রান্তিকর ধারণা রয়েছে। কিছুদিন আগে আমাদের এলাকার জনৈক মুরব্বি এসে বললেন, তাঁর নাতি জিপিএ ৫ পেয়েছে। তাকে যেন আমরা অল্প টাকার মধ্যে মেডিক্যালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দিই। অর্থাৎ এই মুরব্বির মতো অনেকেরই ধারণা, শুধু টাকা হলেই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে পড়া যায়। অথচ তথ্যটি একেবারেই ভুল, বিভ্রান্তিকরও বটে।

সম্মানিত অভিভাবকদের বলছি, আপনারা প্রকৃত তথ্য না জেনে কারো দ্বারা কোনোভাবেই প্রতারিত হবেন না। বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে মোট ১০৬টি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি ২৯টি এবং বেসরকারি ৬৭টি। মোট আসনসংখ্যা সারা দেশে প্রায় ১০ হাজার, এর মধ্যে সরকারিগুলোতে আসনসংখ্যা তিন হাজারের অধিক, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে বাকি মোট আসনের প্রায় অর্ধেক আসন বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ। অবশিষ্ট আসনের জন্য প্রতিবছর ৭০ থেকে ৮০ হাজার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে এসএসসি ও এইচএসসির উভয় জিপিএ ৯ যোগ করে মোট ফলের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রস্তুত হয়। সেখান থেকে শীর্ষ নম্বরের সিরিয়াল ধরে প্রথমে সরকারি মেডিক্যালের ফল প্রকাশিত হয় এবং এর পরবর্তী নম্বর থেকে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ক্রমানুসারে বাকি আসনের ফল ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ একই প্রশ্নপত্রে সারা দেশে একযোগে মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। চূড়ান্ত ফল প্রকাশের পর সরকার নির্ধারিত নিয়মে ফি জমাসাপেক্ষে মেডিক্যালে একজন ছাত্র বা ছাত্রীর ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এখানে অযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের মেডিক্যালে ভর্তি হওয়ার কোনো সুযোগই নেই।

আগামী ৬ অক্টোবর ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার দিন ধার্য করা হয়েছে, যেখানে এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা মেডিক্যাল ভর্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিএমডিসি ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোর নজরদারির মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয় এমবিবিএস কোর্স কারিকুলাম। এর কোনোটির সামান্য ব্যত্যয় ঘটলেই বাতিল হয়ে যায় অভিযুক্ত মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ভর্তি কিংবা নিবন্ধন। সুতরাং যতই ঢালাওভাবে বলা হোক, যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ, আসলে তা মোটেও এতটা সহজ নয়। এ ছাড়া অতিমাত্রায় নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশন, ডাক্তারদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য, বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার নিয়ে একতরফা নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশের ফলে বাড়ছে ডাক্তার-রোগী সম্পর্কের টানাপড়েন, ইন্টার্ন ধর্মঘটসহ বিভিন্ন জটিলতা। ফলে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহ হারাচ্ছে এ পেশার প্রতি।

আগে দেখতাম, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বোর্ড স্ট্যান্ডকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মা-বাবার সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল ছবি পত্রিকায় ছাপা হতো, যেখানে কৃতী ছাত্রটি বলত, 'ভবিষ্যতে আমি ডাক্তার হতে চাই।' সেই দিন অনেকখানি বদলেছে। জিপিএর যুগে কে ভালো, কে মন্দ সেটা এখন বোঝা মুশকিল। তাই উদ্যোগ নিতে হবে শ্রেষ্ঠ জিনিসটি বেছে নেওয়ার।

লেখক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনিভার্সেল মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, মহাখালী, ঢাকা
amshltd@gmail.com

মেইল-ইমেইল

চিঠি পাঠান কালের কণ্ঠ'র ঠিকানায়
ই-মেইল : editorial@kalerkantho.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...............
তারিখ...............
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগতার্থে
স্বাক্ষর